OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 453 - 460
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 453 - 460
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাতন্ত্র্যের আলোকে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'

কল্যাণ চন্দ্র বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : kalyanbarman.bfc@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Abandonment, Character, Pleasant, Modern, Original, scene, Reunion.

Abstract
The first act of Bhavabhuti's Uttarramacharita and based on the Uttarakanda of the Ramayana occupy Vidyasagar's 'Sita's Banabas' (1860) a special place in Bengali literature. In depicting Ramchandra's life after his conquest of Lanka and the story of Sita's abandonment, Vidyasagar made necessary additions and subtractions from the original work. Apart from Madhusudan Dutt's 'Meghnad Badh Kavya' (1861), no other book based on the Ramayana has left such a mark on our minds as 'Sita's Banabas'. Vidyasagar has summarized the events of the first act of the 'Uttarramcharita' though he has arranged it in two sections. Bhavabhuti's solemn and intense phrasing has been simplified by Vidyasagar in Sita's Banabas. However, the translation has been quite a pleasant read, even if there is some excess of Samas and Sandhi. Vidyasagar follows Valmiki from the third chapter but the artificiality and inertia of literal translation is no where to be found. However, Vidyasagar's Ram is much more emotional, and gentle as compared to Valmiki's Ram. Where Vidyasagar's Ram and Bhavabhuti's Ram lament that Sita must be sacrificed, Valmiki's Ram, despite his complete faith in Sita, gives Lakshman a stern command to sacrifice Sita to save himself and the royal family from the censure of the subjects, but does not lament. Tears welled up in his eyes but he restrained himself. While the original Ramayana describes Sita's entry into the underworld at the end of the book, Bhavabhuti in his 'Uttarramcharit' omits this scene altogether and portrays a dramatic scene and shows the reunion of Ram and Sita. But Vidyasagar does not place either of these in his work, ending the Book with the death of Sita. He ignores the miracle of Sita's entry into the underworld and shows Janak Duhita's death to the humiliated and bereaved- a testament to modern thought and scientific consciousness.

Discussion

অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ক্লাসিক মহিমা দান করেছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ না হলে বাংলা কাব্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। পঞ্চদশ শতকে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির অনুশীলন বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছিল

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পঞ্চদশ এবং তার পরবর্তী শতাব্দীতে হিন্দু সমাজ এবং সংস্কৃতির পুনর্গঠনে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কারণ দু'শো বছর ব্যাপী (১২-শ থেকে ১৪-শ শতাব্দী) পাঠান শাসনে বাংলার হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরেছিল, সেই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করে গড়ে তুলতে অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর আপামর জনসাধারণের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের রস পৌঁছে দেওয়ার মানসেই অনুবাদমূলক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তবে তাঁর রচনা নিছক অনুবাদ মূলক নয়, বরং অনুবাদকে ছাপিয়েও মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করে। এই প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেন লিখেছেন –

> "শিল্পী দুই রকমের - স্রষ্টা এবং সংস্কর্তা। স্রষ্টা তিনিই যিনি রচনা করেন যাহা আগে ছিল না। আর, আগে যা ছিল তাহাতে যিনি নবরূপ দেন, নবশক্তি সঞ্চার করেন, তিনি সংস্কর্তা। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী এবং এখানে তিনি আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতি কেন যে পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক আর কাহারো দ্বারা না হইয়া (-তখন দেশে প্রতিভাশালী শক্তিমান বাঙালির অভাব ছিল না-) বিদ্যাসাগরের দ্বারা সাধিত হইল, তাহার নিগূঢ় কারণ এখানেই মিলিবে। বিদ্যাসাগর যেন বাঙ্গালীর মানসিক ও সামাজিক জীবনের সংস্কর্তা।"[১]

রামচন্দ্রের লঙ্কা জয়ের পরবর্তী জীবন এবং সীতা বিসর্জনের করুণ কাহিনি চিত্রিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ভবভূতির উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করলেও নিছক অনুবাদ না করে, প্রয়োজন মতো মূল রচনার সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) ব্যতীত রামায়ণকে কেন্দ্র করে লেখা আর কোনো রচনা 'সীতার বনবাস' এর মতো আমাদের হৃদয়ে এতটা দোলা দেয়নি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন –

> "সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে, সুতরাং সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি, 'সীতার বনবাস' কিঞ্চিৎ অংশেও পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, আমি চরিতার্থ হইব।"[২]

'উত্তরচরিত' নাটকে অষ্টাবক্র মুনির আগমন থেকে শুরু করে লোকাপবাদ-হেতু রামচন্দ্রের সীতা বিসর্জনের সংকল্প এবং সীতার তপোবন দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা এই দীর্ঘ ঘটনাবলী পাঠকের কাছে গুরুভার হতে পারে, এই কারণে বিদ্যাসাগর এই দুটি ঘটনাকে দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে কাহিনিতে সাবলীল গতি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। তাই উত্তরচরিতের 'চিত্রদর্শন' নামক প্রথম অঙ্কের ঘটনাবলীকে তিনি দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করলেও প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদই বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটি মূলের অনুসরণে রচিত হলেও অষ্টাবক্র মুনির আশীর্বাদে সীতার লজ্জাকাতর রূপটি মূল নাটকে অনুপস্থিত। এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর বাঙালি পরিবারের গৃহবধূর চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আলেখ্য দর্শনকালে রামচন্দ্র সীতা দেবীর অগ্নিপরিশুদ্ধি বিষয়ক মর্মান্তিক ঘটনায় অনুতপ্তবোধ করলে, রামচন্দ্রের প্রতি সীতাদেবীর সান্ত্বনা প্রদান মূল নাটকে নেই। বিদ্যাসাগর এখানে সীতা দেবীর পরম সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রাণতার দিকটি সুনিপুণভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, উত্তরচরিতের চিত্র দর্শনের ক্রমবিন্যাসটি ছিল – জৃম্ভকাস্ত্র, হরধনুভঙ্গ, জনক ও শতানন্দের বশিষ্ঠ-অর্চনা, বিবাহসভা, পরশুরাম, অযোধ্যাপ্রবেশ, শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদপতির সহিত মিলন, জটাবন্ধন, পুণ্যসলিলা গঙ্গা, কালিন্দীতটবর্তী বৃক্ষ, বিরাধ রাক্ষস, দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ, প্রস্রবণ গিরি ও পাদদেশে

প্রবহমানা গোদাবরী, শূর্পণখা, জটায়ু, পম্পাসরোবর, হনুমান এবং মাল্যবান পর্বত। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ক্রমবিন্যাসের পরিবর্তন না ঘটালেও জনক ও শতানন্দের বশিষ্ঠ-অর্চনা, পুণ্যসলিলা গঙ্গা, বিরাধ রাক্ষস, জটায়ু এবং হনুমান -এই পাঁচটি চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। উত্তরচরিতে বিবাহসভার আলেখ্য দর্শনের বর্ণনা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে নবরূপ লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন –

> “চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্যা, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশত ঊর্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত হাস্যমুখে ঊর্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন।”[৩]

এর মধ্যদিয়ে বিদ্যাসাগর বাঙালি পরিবারের দেবর এবং ভাতৃজায়ার একটি মধুর সম্পর্ক উপস্থাপন করেছেন– যা মূলে নেই। ঊর্মিলার প্রসঙ্গে লক্ষ্মণের লজ্জাতুর ভাবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি মূলানুসারী হলেও সীতা দেবীর তপোবন দর্শনের অভিলাষ বর্ণনায় ‘তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক’ লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই অনুরোধ মূলে অনুপস্থিত। সীতা দেবী পতিপ্রাণাগত হলেও স্নেহের দেবরটির কথা বিস্মৃত হননি। অনুবাদের পাশাপাশি মূল রচনার এইরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্তন বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তার পরিচয় বহন করে।

‘সীতার বনবাস’ -এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনা মূলানুসারী হলেও ‘উত্তরচরিতে’র প্রতিহারীর প্রবেশ ও দুর্মুখের আগমনবার্তা জ্ঞাপন, দুর্মুখকে প্রবেশের নির্দেশ, দুর্মুখের প্রবেশের পর মুহূর্তে রামচন্দ্রের নিদ্রিতা সীতার স্বপ্নভাষণ শ্রবণ এবং স্নেহের সঙ্গে সীতার গায়ে হাত বোলানো প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রতিহারী ও দুর্মুখের প্রবেশের পূর্বেই সম্পন্ন করেছেন। কেননা একজন রাজভৃত্যের সন্মুখে নিদ্রিতা সীতার গায়ে রামচন্দ্রের হাত বোলানো সমুচিত নয় বলেই বিদ্যাসাগর তা পূর্বেই বর্ণনা করেছেন। ফলে ঘটনাটি সামান্য আগে পরে সম্পন্ন হলেও মূল বক্তব্যের কোনো হানি ঘটেনি, বরং শিল্পসম্মতই হয়েছে। তাছাড়া, ভবভূতির সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত দুর্মুখ চরিত্রটির দ্বিধাকাতর রূপটি বিদ্যাসাগরের লেখনীতে আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে। মূল নাটকে সীতা রামের বাহু উপাধানে নিদ্রিতা অবস্থায় দুর্মুখ রামচন্দ্রকে সীতাপবাদ জানানোয় রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়ে পড়েন। লক্ষণীয়, মূর্ছাভঙ্গের পর রামচন্দ্র উচ্চস্বরে বিলাপ, আর্তনাদ এবং ক্রন্দন করলেও রামচন্দ্রের বাহু উপাধানে শায়িতা সীতার নিদ্রাভঙ্গ ঘটেনি। কিন্তু যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি দুর্মুখ কর্তৃক সীতাপবাদজনিত দুঃসংবাদটি গৃহান্তরে সম্পন্ন করেছেন। তবে ভবভূতির রামচন্দ্রের মতো বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্রও কোমল, রোদনপরায়ণ, ভাবাবেগব্যাকুল এবং বিলাপসর্বস্ব হয়ে উঠেছেন।

‘উত্তরচরিত’ নাটকে রামচন্দ্র বিলাপের পাশাপাশি দুর্মুখের কানে কানে লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জনের নির্দেশ জানাতে বলে ধীরে ধীরে নিদ্রিতা সীতার মাথা থেকে বাহু মুক্ত করে পুনরায় বিলাপে ভেঙ্গে পড়েছেন। এরপর রামচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী দুর্মুখের প্রস্থান ঘটেছে। মূলের এই বর্ণনাগুলি বিদ্যাসাগরের লেখনীতে নবরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে সীতার বনবাসে দুর্মুখ সীতাপবাদের বিষয়টি গৃহান্তরে রামচন্দ্রকে জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করেছে। রামচন্দ্রও দুর্মুখকে সীতা বিসর্জনের ব্যাপারে কোনো কথাই বলেননি। রামচন্দ্র স্বয়ং সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত স্থির করে গৃহান্তরে একাকী বিলাপে ও বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এমনকী মূল নাটকের মতো তাঁর বিলাপ দুর্মুখ প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ পর্বে বিদ্যাসাগর মূলের উচ্ছ্বাসকে সংযত করে ‘প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে।’ এই একটিমাত্র বাক্য প্রয়োগ করে রামচন্দ্রের দুঃখ, বেদনাকে গভীরতা দান করেছেন। মূল নাটকে রামচন্দ্র নিদ্রিতা সীতার চরণযুগল নিজের মস্তকে স্পর্শের মধ্য দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে সীতার চরণযুগল রামচন্দ্রের মস্তকে স্পর্শ করাতে পারেননি। এখানে তিনি মূল থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি নিজস্বতারও পরিচয় দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডকে অনুসরণ করলেও বেশ কিছু স্থানে মৌলিকতার সাক্ষর রেখেছেন। উত্তরকাণ্ডের ৪৫-৪৬ সর্গে ছেচল্লিশটি শ্লোকে রামচন্দ্রের সীতাপবাদ শ্রবণ, সীতা বিসর্জনের সংকল্প এবং লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জনের নির্দেশজনিত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে প্রসারিত করেছেন। বিশেষ করে সীতা বিসর্জনের সংকল্পটি পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্যকয়টি মূল রামায়ণে নেই। রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লক্ষ্মণ বলেছিলেন –

> "আর্যা জানকী একাকিনী রাবণ গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর আর্যা আপনার সম্মুখে আনীত হইলে আপনি লোকাপবাদভয়ে প্রথমতঃ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি শুদ্ধাচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্বজন সমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে আমাদের সমস্ত সেনা এবং সেনাপতিগণ এবং যাবতীয় দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধুবাদ প্রমাণপূর্বক আর্যা একান্ত শুদ্ধাচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না! অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া ভবাদৃশ মহানুভবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয় তাহাই বলে; এবং যাহা শুনে সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে সংসার যাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যতদূর জানি আপনার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারো অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক; এবং ধর্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে দূরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া কার্যাবধারণ করুন। আমরা আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ, যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য করিব।"[৪]

সীতার প্রতি নির্মম দণ্ডকে প্রত্যাহারের জন্য লক্ষ্মণের এই কাতরোক্তি মানবিকতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু সীতা বিসর্জনের বিষয়ে লক্ষ্মণের মনের ভাব প্রকাশে আদিকবি বাল্মীকি তিলমাত্র ইঙ্গিত দেননি। মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্বল চিত্রটি ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হলেও পরোক্ষণেই তাঁর পৌরুষ রূপটি চিরভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রাম প্রতি কথার মাঝে মাঝেই অশ্রুমোচন করেছেন। চোখের জলে সীতা বিসর্জনের নির্দেশ দিয়ে আবার তিনি চোখের জলে ভেসেছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের রাম বাল্মীকির রামের তুলনায় অনেকটা কোমল প্রকৃতির।

'সীতার বনবাস' এর চতুর্থ পরিচ্ছেদের ঘটনা খুবই করুণ। কেননা এই পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে বিসর্জনের বর্ণনা রয়েছে। মূল রামায়ণে সীতার তপোবন দর্শনের অভিলাষবশত রামচন্দ্রের জন্য সীতার উৎকণ্ঠা থাকলেও তা তীব্র নয়। বিদ্যাসাগরের সীতা পতিপ্রাণাগত হওয়ায় সর্বদাই রামচন্দ্রের জন্য চিন্তায় ব্যাকুল। তাই তপোবন দর্শন যাত্রায়ও তিনি চিন্তান্বিত। ফলে তাঁর মনে হয়েছে, তপোবন দর্শনে না এলে বোধহয় ভালো হত আবার কখনও বা ফিরে যাওয়াই উচিত– এই দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। বিষণ্ণ লক্ষ্মণকে দেখে বাল্মীকির সীতা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 453 - 460
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সীতা লক্ষ্মণের অনুরূপ অবস্থা দেখে নিজেই তীব্র ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন এবং বারবার লক্ষ্মণকে শোকবিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। ফলে লক্ষ্মণই সীতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর মূলকে অনুসরণ করলেও সীতার যে উদ্বেগব্যাকুল রূপটি তুলে ধরেছেন তা থেকে বঙ্গ রমণীর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। কেননা 'আমার কপাল ভেঙেছে', 'আমার মাথা খাও' প্রভৃতি বাক্য একমাত্র বঙ্গনারীর মুখেই উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর সীতাকে পৌরাণিক দেবীর আসন থেকে সরিয়ে বাঙালি গৃহবধূদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে দেখা যায় অরণ্যে ক্রন্দনরতা সীতাকে দেখতে পেয়ে তাপসরা বাল্মীকিকে সংবাদ দেয়। ফলে বাল্মীকি সীতাকে সাদরে আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং মুনিপত্নীদের নিকট সমর্পণ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মুনিপত্নীদের পরিবর্তে মুনিকন্যাদের কাছে সমর্পণ করেছেন –

> "এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন; এবং সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন।"[৫]

মূলের এই পরিবর্তন বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তার সাক্ষর বহন করে। যেহেতু সীতা গভীর বেদনায় আক্রান্ত, সেহেতু তাঁর দুঃখভার লাঘব করার জন্য সমবয়সী সখীদের সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। কেননা সমবয়সীদের কাছেই স্বল্প সময়ে খুব সহজেই সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাকে ভাগ করে নেওয়া যায়। কিন্তু গুরুজনদের কাছে ততসহজে সম্ভবপর নয়। তাই বিদ্যাসাগরের এই পরিবর্তন যথার্থই সুসঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের সূচনা ঘটেছে রামচন্দ্রের শোকাচ্ছন্ন রূপের বর্ণনা দিয়ে। সীতার বনবাসে রামচন্দ্রের বিলাপ ও লক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ সন্তান প্রসব এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকি কর্তৃক তাদের শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি মূলানুসারী হলেও সীতার পতিবিরহিত দ্বাদশবর্ষ জীবনযাত্রার বর্ণনা, কুশ ও লবের বড়ো হয়ে ওঠা, তাদের বিদ্যাচর্চার বিবরণ মূল রামায়ণে নেই। লক্ষ্মণের মুখে সীতা বিসর্জনের সংবাদ শোনামাত্রই রামচন্দ্রের উচ্চস্বরে রোদন, মূর্ছিত হওয়া প্রভৃতির পরিচয় মূল রামায়ণে নেই। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে রামচন্দ্রের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। বিদ্যাসাগরের রাম বাল্মীকির রামের থেকে কোমল প্রকৃতির। এই প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন –

> "বাল্মীকির রামের চেয়ে বিদ্যাসাগরের রাম কিছু বেশী ভাব প্রবণ ও কোমলচিত্ত। আবেগের কারণ ঘটলেই তিনি কেঁদে ফেলেন। যেখানে বিদ্যাসাগরের রাম জানকীকে বিসর্জন দিতে হবে জেনে দীর্ঘ বিলাপ করেছেন (ভবভূতির রামও প্রায় এই রকম), সেখানে বাল্মীকির রাম সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও শুধু প্রজাদের রটনা থেকে নিজেকে এবং ইক্ষাকুবংশকে রক্ষা করবার জন্যই লক্ষ্মণকে মর্মান্তিক আদেশ দিলেন– কান্নাকাটি কিছুই করলেন না। নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিলেও নিজেকে সংযত করে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।"[৬]

মূল রামায়ণে রাজকার্যে রাজার অমনোযোগের ফল যে কতটা বিষময় হতে পারে, তা লক্ষ্মণকে বোঝানোর জন্য রামচন্দ্রের নৃগের গল্প বলার প্রসঙ্গেই বশিষ্ঠ-নিমি, পুরূরবা-উর্বশী, যযাতি-পুরু প্রভৃতির বর্ণনা এসেছে। পাশাপাশি মুনিদের প্রার্থনা অনুসারে লবণাসুরকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শত্রুঘ্নকে আদেশ এবং শত্রুঘ্নের লবণাসুর বধের নিমিত্তে যাত্রা প্রভৃতি ঘটনা সীতার দুঃখ বিড়ম্বিত জীবন কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার দরুণ বিদ্যাসাগর তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তাছাড়াও, মূল রামায়ণে সীতার পুত্রসন্তান প্রসবকালে বাল্মীকির পর্ণশালায় শত্রুঘ্নের অবস্থান ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে সীতার যমজ পুত্র প্রসবের সংবাদে শত্রুঘ্নের আনন্দ উচ্ছ্বাসের বর্ণনা থাকলেও বিদ্যাসাগর তা পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। যমজ পুত্র সন্তান প্রসবের সংবাদে সীতার আনন্দ এবং পরমুহূর্তে বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য বিষাদ, সদ্যজাত শিশুর মুখ দর্শনে বিষাদ মুক্তি প্রভৃতি বর্ণনা বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, দুঃখিনী সীতার মাতৃহৃদয়ের যে পরিচয় বিদ্যাসাগর দিয়েছেন এককথায় তা তুলনারহিত–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 453 - 460
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এই সময়ে সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণপ্রহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহ ভরে তাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।"[৭]

মূল রামায়ণে সীতার যমজ পুত্র প্রসবের বৃত্তান্ত জানিয়েই বাল্মীকি সীতা সম্পর্কে আর তেমন বর্ণনা দেননি। অর্থাৎ দীর্ঘ বারো বছর সীতার জীবনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা না দেখালেও সীতার চরিত্র বিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত ধরিত্রীজঠরে আশ্রয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পতিপরিত্যক্তা দুঃখিনী সীতার জীবনের পরিপূর্ণ রূপটিকে পাঠকের সম্মুখে সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। দুঃখিনী সীতার বিষাদময়, ম্লান রূপের পরিচয় প্রদানই বিদ্যাসাগরের প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব। দীর্ঘ বারো বৎসরের বিড়ম্বিত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন –

> "জননীর অনির্বচনীয় স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে যত দিন পর্যন্ত সন্তানের জীবন রক্ষা সম্ভাবিত নয়; তাবৎ কাল জানকী সর্বশোকবিস্মরণপূর্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কুশ ও লবের লালন-পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি, একক্ষণের জন্যে সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে এই বিবেচনা।"[৮]

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে সীতা চরিত্রের মহৎ হৃদয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' এর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ (গ্রন্থের সমাপ্তি) পর্যন্ত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯১তম থেকে ৯৭তম সর্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ৯১তম সর্গে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুসঙ্গেই সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির উল্লেখ এসেছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ মূলানুসারী হলেও বিদ্যাসাগর বেশকিছু স্থানে সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন। মূল রামায়ণে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সুহৃদস্বজন, মুনিঋষি সকলকে আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশ দিয়ে নৈমিষারণ্যের গোমতী নদীতীর পরম পবিত্র স্থান বলে সেই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করেছেন এবং যজ্ঞ উপযোগী বিভিন্ন দ্রব্যসমূহসহ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভরতকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' এ রামচন্দ্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বশিষ্ঠদেবের সমর্থন পাওয়া মাত্রই তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া, মূলে যজ্ঞস্থানে ধনরত্নসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যে তালিকা দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। এখানে বিদ্যাসাগর মূল রচনার সংযোজন ঘটিয়েছেন। প্রজানুরঞ্জনবশত রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন দিলেও সীতা যে তাঁর মানসলোকে বিরাজমান রয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করার জন্য পত্নীর উপস্থিতি আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে সম্মত হননি। এ থেকেই পত্নীপ্রেমিক রামচন্দ্রের হৃদয়ের উজ্জ্বল রূপ ফুটে উঠেছে। আদিকবি বাল্মীকি এভাবে রামচন্দ্রের হৃদয়ের গভীরতার আভাস দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বাল্মীকিকে অবলম্বন করলেও রামচন্দ্রের হৃদয়ের পূর্ণরূপটিকে পাঠকের সম্মুখে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন –

> "বশিষ্ঠ বলিলেন মহারাজ শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক নয়নের অশ্রুমার্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 453 - 460
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন! ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব, অনেকক্ষণ একাগ্র চিত্রণে চিন্তা করিয়া, বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। ...যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দ্বারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।”[৯]

‘সীতার বনবাস’ এর সপ্তম পরিচ্ছেদ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯৩ এবং ৯৪তম সর্গ অবলম্বনে রচিত হলেও কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে বাল্মীকির নির্দেশে কুশ লবের পথে-ঘাটে রামায়ণ গান গাওয়া, সেই গান শুনে রামচন্দ্রের সীতাকে স্মরণ এবং তাদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের আবির্ভাব ও হৃদয়ে নানা জল্পনার সূচনা প্রভৃতির বর্ণনা মূল রামায়ণের চেয়ে বিদ্যাসাগরের তুলিতে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদেও বিদ্যাসাগরের নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। মূল রামায়ণে রামচন্দ্র কুশ লবের গান শুনে তাদের আপন আত্মজ বলে মনে করেছেন। রামচন্দ্রের মতানুযায়ী বাল্মীকি সীতাকে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত করে সীতার চরিত্রবিশুদ্ধি বিষয়ে দৃপ্ত ঘোষণা ব্যক্ত করেছেন। রামচন্দ্র বাল্মীকির অভিমতকে নতশিরে স্বীকার করেও শুধু প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতার চরিত্র বিশুদ্ধির পরীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এখানেও মূল থেকে সরে এসে নিজস্বতা দেখিয়েছেন। সীতার বনবাসে রামচন্দ্র সীতাপরিগ্রহে স্থির সংকল্প হয়েও প্রজাদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেওয়ার ফলে তিনি সীতার চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য পরীক্ষার কথা ভেবে বাল্মীকিকে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সীতার বনবাসে সীতার মনে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস বর্ণিত হয়েছে, তা বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা। লক্ষণীয়, পুনরায় পরিগৃহীত হওয়ার কথা জেনে সীতার মনোজগতে যে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, তা বিদ্যাসাগরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মূল রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ এর বর্ণনা থাকলেও ভবভূতি তাঁর ‘উত্তরচরিত’ নাটকে এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন এবং রাম ও সীতার পুনর্মিলন দেখিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই দুটির কোনোটিই তাঁর ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থে স্থান না দিয়ে সীতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের অলৌকিক ঘটনাকে তিনি বর্জন করে অপমানিত ও শোকাহত জনকদুহিতার মৃত্যু দেখিয়েছেন– যা আধুনিক মনন ও বিজ্ঞান চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

আসলে উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর সীতার অশ্রুসজল জীবনের রূপটিকে একান্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গ্রন্থের সূচনা সীতার বিসর্জন দিয়ে, আর সমাপ্তি সীতার জীবনের অবসানের মধ্য দিয়ে। সমগ্র গ্রন্থটি সীতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। দুঃখিনী সীতার জীবনের করুণ পরিণতি বর্ণনায় বিদ্যাসাগর তাঁর ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থে যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ‘শকুন্তলা ও সীতার বনবাস : বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থে ড. নরেশ চন্দ্র জানার মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

> “প্রকৃতপক্ষে, সীতা চরিত্রের অন্তহীন দুঃখ-বেদনার কারুণ্যকে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ‘সীতার বনবাস’ রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সেইভাবেই কাহিনিকে রূপ দেবার মানসে ভবভূতি থেকে গল্পারম্ভের সূত্রটি নিয়েছেন। তারপর গল্পের ক্রমাগ্রসৃতি ও পরিণতি সাধনে উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করলেও সীতার গল্প গড়েছেন এবং শেষ করেছেন সম্পূর্ণ আপনার মতো করে।”[১০]

বাজারে আলু-পটলের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থের কোনো দিন কোনো তারতম্য ঘটবে না। এই গ্রন্থ যে বাঙালির হৃদয়কে চিরদিন বেদনারসে অভিষিক্ত করে রাখবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (অষ্টম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 453 - 460
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"সুখের কথার চেয়ে দুঃখের কথায় বাঙালির অন্তঃকরণ অধিক সাড়া দেয় বলেই বোধহয় সীতার বনবাস সর্বত্র এত জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষত নারী সমাজে।"[১১]

Reference:

১. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ৩৫
২. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ২৩৮
৩. তদেব, পৃ. ২৪১
৪. তদেব, পৃ. ২৪৯-৫০
৫. তদেব, পৃ. ২৫৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬১
৭. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
৮. তদেব, পৃ. ২৬৪
৯. তদেব, পৃ. ২৬৫-২৬৬
১০. জানা, ড. নরেশচন্দ্র, 'শকুন্তলা ও সীতার বনবাস : বিদ্যাসাগর', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২২৫
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (অষ্টম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩৫